সংবাদ

তারিখ 17 APR 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

গতকাল স্থানীয় একটি হোটেলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় –সংবাদ

শিক্ষা খাতে খারাপ লোকেরা ভালদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে

ড. আকবর আলি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রেগুরেটরি রিফর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. আকবর আলি খান বলেছেন, আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে গ্রেশামের তত্ত্ব চালু হয়েছে। এদেশে এখন শিক্ষা ক্ষেত্রে খারাপ লোকেরা ভাল লোকদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ফলে মানুষে মানুষে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল দিতে হবে। তাদের চাকরিতে পদোন্নতির জন্য কমপক্ষে উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুই বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ভিন্ন স্কেল দিলে গ্রামাঞ্চলেও ভাল শিক্ষকরা কাজ করতে উৎসাহী হবে।

গতকাল সকালে দৈনিক সমকাল ও বিএসবি ক্যামব্রিয়ান কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতীয় শিক্ষা নীতি এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক গোল টেবিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

দৈনিক সমকালের সম্পাদক আবেদ খানের সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে সূচনা বক্তব্য দেন ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান এম কে বাশার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্যামব্রিয়ান কলেজের অধ্যক্ষ ড. করুনাময় গোস্বামী। বক্তব্য রাখেন, ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক অজয় রায়, শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ এম এ আউয়াল সিদ্দিকী, জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ প্রমুখ।

ড. আকবর আলি খান বলেন, সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা দরকার। শিক্ষা ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরন করতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। দেশে সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা পেতে হলে শিক্ষার মানের প্রতি জোর দিতে হবে। এজন্য টেক্সট বইয়ের উন্নতি সাধন করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আমাদের দেশের মধ্যে আরেকটি দেশ বিরাজ করছে শুধুমাত্র শিক্ষা বৈষম্যের কারনে। এখন দেশে উন্নতমানের রেস্তোরাগুলোয় বাবুর্চি আনা হয় বিদেশ থেকে। নামিদামি হাসপাতালগুলোতে নার্স আনা হয় বিদেশ থেকে। একটি দেশের সেবা খাতের ৫০ শতাংশ বর্তমানে বিদেশ থেকে আনা হলে কিভাবে সে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতি হবে। এ কারণেই আমাদের এখনই সেবামূলক খাতগুলোতে নিজস্ব জনবল নিয়োগের জন্য কারিগরি শিক্ষার প্রতি সরকারের জোর দেয়া দরকার বলে মনে করেন তিনি।

ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, আছে। তৃনমুল পর্যায়ে স্বায়ত্বশাসন না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হতে পারবে না। কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হলে আমরা কোনমতেই বেশি দূর এগুতে পারবো না। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটিকে প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে দিতে হবে নইলে কোন কাজই হবে না। কলেজগুলো রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারীকরনের ফলে শিক্ষার মান অনেক কমে গেছে জানিয়ে তিনি বলেন অনেক সরকারী কলেজ প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ার কারনে অনেক সময় শিক্ষকরা সেখানে যেতে চান না, এর ফলে সেখানের ছাত্র ছাত্রীরা উন্নতমানের শিক্ষা গ্রহন থেকে বঞ্চিত হয়। কলেজগুরোর বিষয়ে সরকারের আবারো চিন্তা ভাবনা করা দরকার বলে মনে করেন তিনি।

ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ দ্রুত ভাল ফল বয়ে আনে তাই শিক্ষানীতি প্রনয়নে এ বিষয়টি ভেবে শিক্ষাখাতে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়ার দাবি জানান তিনি। এ ছাড়াও মাদ্রাসা গুলোর শিক্ষা দেবার পিছনে যে বিদেশী অর্থ আসছে তা চিহ্নিত করতে হবে, কারন অনেকে এখান থেকে সন্ত্রাসবাদও শিক্ষা নিয়ে থাকে। ডিগ্রি অনুযায়ী স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোসহ যুগোপযোগি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি জোর দেন তিনি। এ কারনেই শিক্ষা মন্ত্রনালয় ও শিক্ষা অফিদপ্তর ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠাকে দুর্নীতিমুক্ত থাকার জন্য সরকারকে আরো জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে বলে মনে করেন তিনি।

শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোজাম্মেল হক খান বলেন, আমাদের শিক্ষানীতিতে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নেই, এখানে যে ধরনের শিক্ষা দেয়া হয় তার প্রায়োগিক বিষয় নেই। সরকারের সীমাবদ্ধতা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করা যায় না। তবে সরকার একীভূত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার যে একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার কোন দরকার নেই। আগামী এক থেকে দুটি পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় নতুন কোন বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য যেন কোন ব্যবস্থা না থাকে, সে রকম আইন করা দরকার। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভালমতো চালানো যাচ্ছে না। বেশির ভাগ অধিভুক্ত কলেজে লাইব্রেরী, সেমিনারকক্ষ, ক্লাশরুম এবং গবেষনাগারের কোন অবকাঠামো নেই একারণে অহেতুক উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না করে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষার প্রতি জোর দেয়া দরকার। এতে করে দেশে একটি প্রশিক্ষিত ও কর্মমুখী জনশক্তি গড়ে